মিষ্টি হাবের আদলে কৃষ্ণনগরে সরতীর্থ

অমিতকুমার ঘোষ

কৃষ্ণনগর, ৩০ মার্চ

কৃষ্ণনগরে গড়ে উঠবে 'সরতীর্থ'। বর্ধমানের ল্যাংচা হাবের আদলে গড়ে ওঠা এই সরতীর্থ আসলে হবে এক মিষ্টি হাব। এখানে পাওয়া যাবে কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া–সহ অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য। কৃষ্ণনগরের পাশেই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে পিডব্লুডি মোড়ে এই সরতীর্থ গড়ে তোলা হবে। এরজন্যে রাজ্য সরকার এক কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল যেমন বিখ্যাত তেমনি সরভাজা, সরপুরিয়াও বিখ্যাত। মাটির পুতুলের জন্য কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি এলাকায় রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই 'মৃত্তিকা' নামের এক সংগ্রহশালা করেছে। সেখানে মাটির পুতুল দেখতে এবং কিনতে পারবেন মানুষ। দর্শক তথা পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য সেখানে থাকবে পার্ক, বোটিং, শিশু উদ্যান ইত্যাদি। সেটির কাজ প্রায় শেষ। উদ্বোধন হবে খুব তাড়াতাড়ি। এবার কৃষ্ণনগরের অন্য বিখ্যাত শিল্পকর্ম সরভাজা, সরপুরিয়াও যাতে পর্যটকরা সহজে পেতে পারেন, তারজন্যই জাতীয় সড়কের ওপরে এই সরতীর্থ নামের মিষ্টি হাব গড়ে তুলছে জেলা প্রশাসন। ৩১ ডিসেম্বর রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ কৃষ্ণনগরে এসে রাজ্য হস্তশিল্প মেলার উদ্বোধন করেছিলেন। তখনই তিনি এই ধরনের মিষ্টি হাব করার কথা ভাবা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপরই রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের জন্যে এক কোটি ৫৬ লাখ টাকার অনুমোদন দেয়। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায় জানিয়েছেন, কৃষ্ণনগরে পিডব্লুডি মোড়ের কাছেই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে সরতীর্থ গড়ে তোলা হবে। যেখানে বেশ কয়েকটি স্টল থাকবে। পাওয়া যাবে সরভাজা, সরপুরিয়া–সহ অনেক রকমের মিষ্টি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য। পিডব্লুডি মোড়ে আছে একটি পথের সাথী নামের মোটেল। রাজ্য সরকার সেটি গড়ে তুলেছে জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী মানুষের খাওয়া ও থাকার জন্যে। সেখানে গাড়ি রাখারও ব্যবস্থা আছে। তার পাশেই হবে এই সরতীর্থ। খুব তাড়াতাড়িই এর দরপত্র আহ্বান করা হবে। তারপরই কাজ শুরু হয়ে যাবে। জাতীয় সড়ক দিয়ে বহু মানুষ কলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে যান। উল্টোপথেও মানুষ যাতায়াত করে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে আসেন। এই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান পথ। এই রাস্তাকে বর্তমানে চার লেনে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। তার ফলে মানুষের যাতায়াত আরও বাড়বে। আর সেই সমস্ত মানুষ কৃষ্ণনগর শহরে না ঢুকেও সহজেই সরভাজা, সরপুরিয়া পাবেন। সে কারণেই এই সরতীর্থ।

কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত সরভাজা। ফাইল ছবি

আজকাল ৩১ শে মার্চ ২০১৭

পৃষ্ঠা -৫